

০৪

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ

আজ পরীক্ষা শুরু ॥ ভর্তি হতে চান ১০,৭৪৮ ছাত্রছাত্রী

॥ আবদুস সাত্তার ॥

১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের আটটি মেডিকেল কলেজে এবং তিনটি ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার সর্বমোট ১০,৭৪৮ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে ভর্তি ফরম বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে জমা দিয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৪,৮৬০টি; স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ১,৫৯১টি; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ১,২৬১টি; রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ১,০৩৩টি; ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ৬৪০টি, বরিশাল শেরেবালা মেডিকেল কলেজে ২৮৮টি; সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজে ১৭৯টি; রংপুর মেডিকেল কলেজে ৫৪৩টি এবং ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ৩৪৪টি জমা পড়েছে।

জমাকৃত ফরম হতে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতার কারণে প্রায় ১৫০টি

ফরম বাতিল হয়ে যাবে বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। গত বছরও প্রায় একই পরিমাণ ভর্তির আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। এবার প্রার্থীদের আবেদনের যোগ্যতা হিসেবে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেস মার্কস ও এক্সটা মার্কস ব্যতীত সম্মিলিতভাবে ১২০০ নম্বর চাওয়া হয়েছে।

ভর্তিছুক প্রার্থীগণ যে যেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফরম জমা দিয়েছে তাকে সেই কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পুরুষ প্রার্থীদের পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে, মহিলা প্রার্থীদের পরীক্ষা ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও বেগম বদরুন্নেছা সরকারী কলেজে এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের পুরুষ ও মহিলা প্রার্থী উভয়ের পরীক্ষা ঢাকা কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। স্থান সংকুলানের অভাবে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে কলেজ সূত্রে জানা গেছে। পরীক্ষা শুরুর আধ ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার হলে উপস্থিত থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এমবিবিএস কোর্সে বাংলাদেশী উপজাতীয় ও বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে সংরক্ষিত যথাক্রমে ১৬টি ও ৫৫টি বাদ দিয়ে প্রতিটি মেডিকেল কলেজে ১৫০ জন করে মোট ১২০০ সৌভাগ্যবান আবেদনকারী ভর্তির সুযোগ লাভ করবে। বিডিএস কোর্সে ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ৫৫ জন, চট্টগ্রাম ডেন্টাল কলেজে ২০ জন এবং রাজশাহী ডেন্টাল কলেজে ২০ জন আবেদনকারী ভর্তির সুযোগ লাভ করবে।

ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ৫৫ আসনের অতিরিক্ত ৫টি আসন বিদেশী ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং উপজাতীয় ছাত্রদের জন্যে একটি আসন থাকবে, যা ৫৫ আসনের অন্তর্ভুক্ত।

এমবিবিএস কোর্সে স্থানীয় ১২০০ আসনের ৮০০ জাতীয় মেধার ভিত্তিতে এবং বাকী ৪০০ নতুন ৬৪টি জেলা কোটায় বন্টন করে মেধাভিত্তিতে পূরণ করা হবে।